রেওয়ামিল

ইউনিট 10

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-১০.১ ঃ রেওয়ামিলের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য।
পাঠ-১০.২ ঃ বিভিন্ন প্রকার ভুল এবং ভুল ধরার পদ্ধতি।
পাঠ-১০.৩ ঃ যে সব ভুল রেওয়ামিলে ধরা পড়ে না।
পাঠ-১০.৪ ঃ রেওয়ামিল প্রস্তুতের বিবেচ্য বিষয়সমূহ।
পাঠ-১০.৫ ঃ রেওয়ামিল প্রস্তুতের নিয়ম ও কতিপয় উদাহরণ।
পাঠ-১০.৬ ঃ অনিশ্চিত হিসাব বন্ধ করা।

ভূমিকা

রেওয়ামিল হল হিসাবচক্রের তৃতীয় ধাপ। আমরা জানি জাবেদা থেকে খতিয়ান প্রস্তুত করে উদ্বৃত্ত নির্ণয় করা হয়। সেই উদ্বৃত্তগুলো নিয়ে হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করার জন্য তৈরি করা হয় রেওয়ামিল। দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি অনুযায়ী হিসাব সংরক্ষণ করলে খতিয়ানের ডেবিট জেরগুলোর যোগফলের সাথে ক্রেডিট জেরগুলোর যোগফল মিলে যাবে। যেহেতু রেওয়ামিল থেকে আর্থিক বিবরণী তৈরি করা হয়। তাই অসাবধানতা বা পরিপূর্ণ জ্ঞানের অভাবে হিসাবরক্ষণ কাজে যেন কোন ভুল না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। তবে রেওয়ামিল প্রস্তুতের ফলে হিসাবের ভুল সহজেই উদঘাটিত হয় এবং তা সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ**

পাঠ-১০.১ রেওয়ামিলের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও উদ্দেশ্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- রেওয়ামিলের সংজ্ঞা বলতে পারবেন
- রেওয়ামিলের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন
- রেওয়ামিলের উদ্দেশ্য বলতে পারবেন

মূখ্য শব্দ (Key Words)	সমন্বিত ক্রয়, ক্রয় খতিয়ানের জের, অনিশ্চিত হিসাব, লেখার ভুল, পরিপুরক ভুল, করণিক ভুল।

রেওয়ামিলের ধারণা ও সংজ্ঞা

খতিয়ান হিসাবসমূহের উদ্বৃত্ত নির্ণয় সঠিক হয়েছে কিনা তা যাচাই করার জন্য রেওয়ামিল তৈরি করা হয়। আবার রেওয়ামিল থেকে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত সহজ করার জন্যও এটা প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। একটি নির্দিষ্ট তারিখে খতিয়ানের ডেবিট উদ্বৃত্তের যোগফল এবং ক্রেডিট উদ্বৃত্তগুলোর যোগফল নির্ণয় করা হয় তাকে রেওয়ামিল বলে। আর্থিক বিবরণী নির্ভুলভাবে তৈরি করার জন্যও রেওয়ামিল নির্ভুল হওয়া দরকার। রেওয়ামিলের দুদিকের যোগফল না মিললে বুঝতে হবে দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি অনুসারে হিসাব সংরক্ষণে কোন ভুল-ত্রুটি আছে।

রেওয়ামিলের বৈশিষ্ট্য

খতিয়ানের ডেবিট এবং ক্রেডিট উদ্বৃত্তগুলোর একটি বিবরণী হল রেওয়ামিল। রেওয়ামিলের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :

১. আদালা কাগজে প্রস্তুত : এটি সাধারণত আলাদ বা পৃথক কাগজে তৈরি করা হয়।

২. তালিকা : রেওয়ামিল খতিয়ানের বিভিন্ন হিসাবের উদ্বৃত্তের তালিকা।

৩. হিসাব অন্তর্ভূক্তি : এতে সকল প্রকার হিসাব অন্ড়র্ভূক্ত হয়।

৪. টাকার ঘর : রেওয়ামিলে ডেবিট ও ক্রেডিট দুটি টাকার ঘর থাকে।

৫. নির্দিষ্ট সময় : এটি নির্দিষ্ট সময় পরে তৈরি করা হয়।

৬. আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত : এটি কোন হিসাব নয় তবে এর উপর ভিত্তি করে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা হয়।

রেওয়ামিলের উদ্দেশ্য

রেওয়ামিল যদিও হিসাবের অংশ নয় তথাপি এটা তৈরির কিছু উদ্দেশ্য রয়েছে। যথা :

১. গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই : দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি অনুযায়ী খতিয়ানে লেনদেনগুলো লিপিবদ্ধ করা হয়েছে কিনা তা নির্ণয় করা।

২. লেনদেনের যথার্থ লিপিবদ্ধকরণ : প্রতিটি লেনদেনের দুটি পক্ষ থাকে, একটি হল ডেবিট অন্যটি ক্রেডিট। লেনদেনগুলো লেখার সময় ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয় সঠিক আছে কিনা তা যাচাই করার জন্য রেওয়ামিল প্রস্তুত করা হয়।

৩. ভুল উদঘাটন : হিসাবে কোন ভুল থাকলে তা রেওয়ামিল তৈরির মাধ্যমে নির্ণয় করা যায়।

৪. আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতে সহায়তা : আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণের উদ্দেশ্যে রেওয়ামিল তৈরি করা হয়।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**)** **/শিক্ষার্থীর কাজ**	হিসাবের গানিতিক শুদ্ধতা যাচাই করাই রেওয়ামিলের উদ্দেশ্য বর্ণনা করুণ।

সারসংক্ষেপ:

- খতিয়ানের উদ্বৃত্তসমূহ নিয়ে রেওয়ামিল তৈরি করা হয়।
- রেওয়ামিল কোন হিসাব খাত নয় তবুও হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করার জন্য এটি তৈরি করা হয়।
- আর্থিক বিবরণী নির্ভুলভাবে তৈরি করার জন্য রেওয়ামিল প্রস্তুত করা হয়ে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. রেওয়ামিল কী?
ক. জমা খরচ খ. লেনদেনের তালিকা
গ. হিসাবের উদ্বৃত্তগুলোর তালিকা ঘ. ব্যয় হিসাব

২. রেওয়ামিল প্রস্তুত করার উদ্দেশ্য
ক. লাভ-লোকসান নির্ণয় করা খ. আর্থিক অবস্থা যাচাই করা
গ. আয়-ব্যয় করা ঘ. হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করা

৩. সহজে হিসাবের ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে-
ক. জাবেদায় খ. খতিয়ানে
গ. রেওয়ামিলে ঘ. উদ্বৃত্তপত্রে

৪. রেওয়ামিল তৈরি করা হয়–
ক. বছরের শুরুতে খ. মাসের শেষে
গ. নির্দিষ্ট তারিখে ঘ. ছয় মাস পর পর

পাঠ-১০.২ বিভিন্ন প্রকার ভুল এবং ভুল ধরার পদ্ধতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- রেওয়ামিলের বিভিন্ন প্রকার ভুল সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- রেওয়ামিলের ভুল বের করার পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।

রেওয়ামিলের ভুল ধরার পদ্ধতি

রেওয়ামিলের বিভিন্ন প্রকার ভুল হতে পারে। যখন রেওয়ামিলের দুপাশের যোগফল সমান হবে না তখনই বুঝতে হবে কোথাও ভুল রয়েছে। সাধারণত যে সমস্ড় ভুল রেওয়ামিলে ধরা পড়ে সেগুলো হল নিম্নরূপ :

১. **বাদ পড়ার ভুল :** জাবেদা থেকে খতিয়ানে তোলার সময় লেনদেনের দুটি পক্ষের মধ্যে একটিকে ভুলে না লেখা। যেমন-ভাড়া প্রদান করা হল ৫,০০০ টাকা।

জাবেদা :

ভাড়া হিসাব ..... ডেবিট ৫,০০০ টাকা
নগদান হিসাব ..... ক্রেডিট ৫,০০০ টাকা

এই লেনদেনের জন্য খতিয়ানে যদি শুধুমাত্র ভাড়া হিসাব উঠানো হলো অথবা নগদান হিসাব স্থানান্তর করা হলো।

২. **লেখার ভুল :** খতিয়ানে স্থানান্তরের সময় যদি এক হিসাবের ডেবিট অন্য হিসাবের ক্রেডিট দিকে অথবা ক্রেডিট হিসাবকে ডেবিট দিকে লিখা হয়। যেমন-

জাবেদা :

রানা হিসাব ..... ডেবিট ১০,০০০ টাকা
নগদান হিসাব ..... ক্রেডিট ১০,০০০ টাকা

এখানে রানা হিসাবকে খতিয়ানে ক্রেডিট দিকে লিখা হয় অথবা নগদান হিসাবকে ডেবিট দিকে লেখা হয়। তাহলে এ ভুলকে লেখার ভুল বলা হবে।

৩. **টাকার অংক ভুল :** জাবেদা থেকে খতিয়ানে তোলার সময় যদি সমপরিমাণ টাকা দিয়ে ডেবিট ক্রেডিট না করা হয় অথবা জাবেদা করার সময় টাকার অংক ভুল করে কম বেশি লেখা হয়, তাহলে এটা টাকার অংক তোলায় ভুল হবে।

৪. **খতিয়ানের উদ্বৃত্ত নির্ণয়ে ভুল :** খতিয়ানের উদ্বৃত্ত নির্ণয়ে যখন ভুল করা হয়।

৫. **খতিয়ান উদ্বৃত্ত রেওয়ামিলে স্থানান্ড়রে ভুল :** খতিয়ানে উদ্বৃত্ত যা হবে তা সমপরিমাণে রেওয়ামিলে স্থানান্তর না হলে এ ভুল হবে।

৬. **রেওয়ামিলের উভয় দিকে যোগফল নির্ণয়ে ভুল :** খতিয়ানের সকল উদ্বৃত্ত সঠিকভাবে রেওয়ামিলে স্থানান্তর করার পর যদি ডেবিট দিকের যোগফল ও ক্রেডিট দিকের যোগফল নির্ণয় করার সময় ভুল করা হয়। তাহলে এটা হবে রেওয়ামিলের যোগফল নির্ণয়ে ভুল।

রেওয়ামিলের ভুল বের করার পদ্ধতি

যখনই রেওয়ামিলের দুই পাশের যোগফল সমান হবে না তখন বুঝতে হবে রেওয়ামিলটি ভুল হয়েছে। আর রেওয়ামিলে ভুল হলে সেই ভুল খুঁজে বের করতে হবে।

নিম্নলিখিত উপায়ে রেওয়ামিলের ভুল খুঁজে বের করা যায় :

১. প্রথমেই রেওয়ামিলের উভয় দিকের যোগফল সঠিক হয়েছে কিনা দেখতে হবে।

২. খতিয়ান থেকে প্রতিটি জের সমপরিমাণে রেওয়ামিলে লেখা হয়েছে কিনা তা যাচাই করতে হবে।

৩. খতিয়ান হিসাবগুলোর ডেবিট ও ক্রেডিট জের যথাক্রমে রেওয়ামিলে ডেবিট ও ক্রেডিট দিকে বসানো হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

৪. সকল খতিয়ান হিসাবসমূহের যোগফল ও উদ্বৃত্ত নির্ণয় সঠিক কিনা যাচাই করতে হবে।

৫. জাবেদা থেকে লেনদেনগুলো খতিয়ানের সংশ্লিষ্ট হিসাবে স্থানান্ড়রিত হয়েছে কিনা তা ভালভাবে লক্ষ্য করতে হবে।

৬. নগদান বই-এর টাকার অংকের যোগফল, উদ্বৃত্তকরণ ও স্থানান্ড়র সঠিকভাবে হয়েছে কিনা তা দেখতে হবে।

৭. দেনাদার ও পাওনাদার তালিকায় যোগফলের সাথে রেওয়ামিলে লিখিত টাকার মিল আছে কিনা তা দেখতে হবে।

৮. সর্বশেষে রেওয়ামিল নির্ণয়ে যে পার্থক্য দেখা দিয়েছে, সেই পার্থক্যকে দুই দ্বারা ভাগ করলে যে পরিমাণ টাকা হয় তা রেওয়ামিলে আছে কিনা। যদি থেকে থাকে তাহলে সেই পরিমাণ টাকা রেওয়ামিলে সঠিক পার্শ্বে বসানো হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	কি কি কারণে রেওয়ামিলের দু'পাশের যোগফল মিলে না লিখুন।

সারসংক্ষেপ:

- রেওয়ামিলের যোগফল সাধারণত মিলে যায়। কিন্তু অসাবধানতার কারণে কিছু ভুল হলে রেওয়ামিলের যোগফল মিলে না।
- রেওয়ামিলে কিছু কিছু ভুল ধৈর্য্যসহকারে নিয়মানুযায়ী খুঁজে বের করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. রেওয়ামিলে যে ভুল ধরা পড়ে-

ক. বাদ পড়ার ভুল খ. লেখার ভুল

গ. নীতিগত ভুল ঘ. খতিয়ানের যোগফল

২. নিচের কোনটি রেওয়ামিল নির্ণয়ে ভুল বলে গন্য হয়?

ক. বাদ পড়ার ভুল খ. লেখার ভুল

গ. টাকার অংকে ভুল ঘ. সব কয়টি

পাঠ-১০.৩ যে সব ভুল রেওয়ামিলে ধরা পড়ে না

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- রেওয়ামিল মিলে গেলেও হিসাবে ভুল থাকতে পারে বর্ণনা করতে পারবেন।
- যে সমস্ড় ভুল রেওয়ামিলে ধরা পড়ে না সেগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

রেওয়ামিলের ভুলসমূহ

হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাইয়ের জন্য রেওয়ামিল প্রস্তুত করা হয়। আমরা জানি রেওয়ামিলের উভয় দিকের যোগফল সমান হলে রেওয়ামিল সঠিক। কিন্তু উভয়দিকের যোগফল মিলে গেলেও রেওয়ামিলে ভুল থাকতে পারে। হিসাবরক্ষণের ক্ষেত্রে কিছু ভুল আছে যা রেওয়ামিল মিলে গেলেও সেগুলো ধরা পড়ে না।

যে সব ভুল রেওয়ামিলে ধরা পড়ে না :

রেওয়ামিলের ডেবিট এবং ক্রেডিট পার্শ্বের যোগফল মিলে গেলেও নিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে কোথাও কোন ভুল নেই। কারণ এমন কিছু ভুল আছে রেওয়ামিলে উভয় দিকের যোগফল মিলে গেলেও ধরা পড়ে না। এই ধরণের ভুলকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

১. **করণিক ভুল :** যে সব ভুল হিসাবরক্ষক বা অন্য কোন কর্মচারীর অসাবধানতার জন্য ঘটে থাকে তাকে করণিক ভুল বলে। করণিক ভুলকে আবার চারভাগে ভাগ করা যায় যথা-

   ক. **বাদ পড়ার ভুল :** লেনদেন সংঘটিত হওয়ার পরে যদি উক্ত লেনদেনটি জাবেদায় লেখা না হয়। সেক্ষেত্রে উক্ত লেনদেনটি খতিয়ানের ও কোন হিসাবে লেখা হবে না। এ ধরণের ভুলকে বাদ পড়ার ভুল বলে। এর ফলে রেওয়ামিলের যোগফল মিলে গেলেও হিসাবে ভুল থেকে যাবে। ধরা যাক রাজনের নিকট থেকে ৫,০০০ টাকার পণ্য ক্রয় করে ক্রয় বহিতে লিখা হল না যার ফলে এ লেনদেনটি খতিয়ানেও লিখা হবে না। কিন্তু রেওয়ামিল মিলে যাবে।

   খ. **লিখার ভুল :** হিসাবের প্রাথমিক বইতে কোন লেনদেনের টাকার অংক কম অথবা বেশী লেখা হলে তা খতিয়ানে সেই পরিমাণ টাকার অংকেই খতিয়ান হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হবে। ফলে রেওয়ামিল মিলে যাবে কিন্তু হিসাবে ভুল থেকে যাবে। যেমন- নগদে ৫,০০০ টাকা পণ্য বিক্রয় করে ৫,০০০০ টাকা লেখা হল। তাহলে নগদান হিসাব ও বিক্রয় হিসাবে ৪৫,০০০ টাকা করে বেশি লেখা হবে। এক্ষেত্রে রেওয়ামিল মিলে গেলেও হিসাবে ভুল থেকে যাবে।

   গ. **বেদাখিলার ভুল :** হিসাবের প্রাথমিক বই হতে খতিয়ানে স্থানান্তরের সময় একটি হিসাবের স্থলে অন্য একটি হিসাবে সঠিক টাকার পরিমাণ লেখাকে বেদাখিলার ভুল বলে। যেমন- মানিকের নিকট হতে ২৫,০০০ টাকা পাওয়ার পর ডেবিট দিকে সঠিক নগদান হিসাব লেখা হয়েছে। কিন্তু ক্রেডিট দিকে মানিকের পরিবর্তে রতন এর হিসাবে ক্রেডিট করা হয়েছে। এক্ষেত্রেও রেওয়ামিল মিলে যাবে।

   ঘ. **পরিপূরক ভুল :** যখন একটি ভুল দ্বারা অপর কোন এক বা একাধিক ভুল পূরণ হয়ে যায় তখন তাকে পরিপূরক ভুল বলে। যেমন- জহিরের হিসাবে ৫,০০০ টাকা ডেবিট হওয়ার পরিবর্তে ৫০০ টাকা ডেবিট হলো। আবার আসিফের হিসাবে ৫,০০০ টাকা ক্রেডিট হওয়ার পরিবর্তে ৫০০ টাকা ক্রেডিট হলো। এক্ষেত্রে উভয় দিকে (৫,০০০ - ৫০০) = ৪,৫০০ টাকা কম দেখানোর ফলে ও রেওয়ামিল মিলে যাবে।

২. **নীতিগত ভুল :** হিসাববিজ্ঞান নীতির উপযুক্ত জ্ঞানের অভাবে হিসাবরক্ষক যে ভুল করে থাকে তাকে নীতিগত ভুল বলে। যেমন- নগদ ১০,০০০ টাকায় আসবাবপত্র ক্রয় করা হল। উক্ত লেনদেনকে লিখবার সময় আসবাবপত্রের পরিবর্তে ক্রয় হিসাবকে ডেবিট করা হল। এতে মূলধনী ব্যয়কে মুনাফাজাতীয় ব্যয়রূপে দেখানো হল। এক্ষেত্রে যেহেতু টাকার অংকে কোন ভুল হয়নি সেক্ষেত্রে রেওয়ামিল মিলবে কিন্তু হিসাবে ভুল থেকে যাবে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	যে সকল ভুল রেওয়ামিলে ধরা পড়ে না এগুলোর একটি তালিকা তেরী করুণ।

সারসংক্ষেপ:

- রেওয়ামিলের দু'দিকের যোগফল সাধারণত মিলে যায় কিন্তু কিছু হিসাব খাতের ভুলের জন্য একটি রেওয়ামিল অমিল হতে পারে।
- রেওয়ামিল মিলে গেলেও হিসাব সঠিক তা বলা যাবে না। কেননা হিসাবের ভুল থাকা স্বত্ত্বেও রেওয়ামিলের উভয় দিকের যোগফল মিলতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. রেওয়ামিলে যে ভুল ধরা পড়ে না-

ক. প্রাথমিক বইয়ের যোগফলে ভুল
খ. খতিয়ানের উদ্বৃত্ত স্থানান্তরে ভুল
গ. পরিপূরক ভুল
ঘ. খতিয়ানের যোগফল নির্ণয়ে ভুল

২. ৫০০ টাকার একটি লেনদেন লিপিবদ্ধ করার সময় ৫০ টাকা লেখা হলে তা কোন ধরণের ভুল?

ক. পরিপূরক ভুল
খ. নীতিগত ভুল
গ. বাদ পড়ার ভুল
ঘ. লেখার ভুল

৩. যন্ত্রপাতি ক্রয়কে ক্রয় হিসাব দেখালে এটি কোন জাতীয় ভুল হবে?

ক. বাদ পড়ার ভুল
খ. নীতিগত ভুল
গ. পরিপূরক ভুল
ঘ. লেখার ভুল

পাঠ-১০.৪ রেওয়ামিল প্রস্তুতের বিবেচ্য বিষয়সমূহ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- সাবধানতা অবলম্বন করে রেওয়ামিল তৈরির প্রস্তুতি নিতে পারবেন।
- রেওয়ামিলে কোন্ কোন্ হিসাবগুলোর উদ্বৃত্ত যাবে এবং কেন তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

রেওয়ামিল প্রস্তুতের বিবেচ্য বিষয়সমূহ

খতিয়ানের সব ধরণের হিসাবখাতের তালিকা হচ্ছে রেওয়ামিল। তালিকায় ডেবিট ও ক্রেডিট এ দুটি পার্শ্ব থাকে। রেওয়ামিল তৈরির মূল উদ্দেশ্য হলো হিসাাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করা। এই গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাইয়ের জন্য খতিয়ানের প্রতিটি উদ্বৃত্ত যাতে সঠিকভাবে রেওয়ামিলের ডেবিট ও ক্রেডিট দিকে লেখা হয় তার জন্য এটা তৈরির ক্ষেত্রে অত্যন্ড় সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়।

রেওয়ামিল প্রস্তুতের বিবেচ্য বিষয়সমূহ

প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে যেহেতু রেওয়ামিল তৈরি করে হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করা হয়। তাই এটি প্রস্তুতের পূর্বে বর্ণিত বিষয়গুলো বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হবে।

১. মজুদ পণ্য রেওয়ামিলে অন্ড়র্ভূক্তকরণে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। অংকে প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য ও সমাপনী মজুদ পণ্য দেয়া থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে সাধারণত প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য রেওয়ামিলে লিখতে হবে। এক্ষেত্রে সমাপনি মজুদ পণ্য রেওয়ামিলে আসবে না। কারণ সমাপণী মজুদ পণ্য প্রারম্ভিক মজুদ ও ক্রয়ের একটি অংশ।

২. অংকে যদি সমন্বিত ক্রয় দেয়া থাকে তাহেল সমাপনী মজুদ পণ্য রেওয়ামিলে ডেবিট দিকে লিখতে হবে। এক্ষেত্রে প্রারম্ভিক মজুদপণ্য রেওয়ামিলে আসবে না। কারণ, সমন্বিত ক্রয় = প্রারম্ভিক মজুদ + ক্রয় – সমাপনী মজুদ পণ্য। এখানে দেখা যায় সমাপনী মজুদপণ্য সমন্বিত ক্রয়ের মধ্যে থাকে না।

৩. প্রারম্ভিক হাতে নগদ অর্থাৎ ব্যালেন্স বি/ডি আর প্রারম্ভিক ব্যাংক জমাও রেওয়ামিলে হিসাবভূক্ত হবে না। কারণ সমাপনি হাতে নগদ ও ব্যাংক জমার মধ্যেই নগদ ও ব্যাংক জমার প্রারম্ভিক জের অন্ড়র্ভূক্ত থাকে।

৪. যে সমস্ড় হিসাবসমূহে প্রাপ্ত না প্রদত্ত কোন কিছু লেখা থাকে না এ সমস্ড় হিসাবগুলোকে প্রদত্ত ধরে রেওয়ামিলে ডেবিট কলামে লিখতে হবে। যেমন- ভাড়া, কমিশন, বাট্টা, সুদ ইত্যাদি।

৫. পুস্ড়ক ঋণ বা বিক্রয় খতিয়ানের জেরকে দেনাদার বা প্রাপ্য হিসাব বুঝায় এবং তা রেওয়ামিলে ডেবিট দিকে যাবে।

৬. ক্রয় খতিয়ানের জের বলতে পাওনাদার বা প্রদেয় হিসাব বুঝায়।

৭. শিক্ষানবিশ ভাতা একটি প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত খরচ। তাই রেওয়ামিলে এটি ডেবিট কলামে যাবে। অপরদিকে শিক্ষানবীশ সেলামী প্রতিষ্ঠানের আয়। তাই রেওয়ামিলে এটি ক্রেডিট কলামে বসবে।

৮. যদি অংকে মূলধন হিসাব দেওয়া না থাকে এবং রেওয়ামিলে ক্রেডিট দিকে পার্থক্য হয়। তাহলে ঐ পার্থক্য মূলধন হিসাবে লেখা হতে পারে। কেননা প্রতিটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে মূলধন থাকে।

উপরোক্ত সকল প্রকার সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়ার পরও যদি রেওয়ামিলের দুই পাশের যোগফল না মিলে সেক্ষেত্রে সাময়িক সময়ের জন্য রেওয়ামিলের মিলকরণে অনিশ্চিত হিসাব খুলে ডেবিট অথবা ক্রেডিট পার্শ্বে লিখে রেওয়ামিলের যোগফল মিলানো হয়।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	রেওয়ামিল তৈরীর বিবেচ্য বিষয়গুলো উল্লেখ করুণ।

সারসংক্ষেপ:

- সঠিক ও শুদ্ধ রেওয়ামিল প্রস্তুতের জন্য রেওয়ামিল তৈরির ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়।
- রেওয়ামিল তৈরির ক্ষেত্রে কিছু কিছু হিসাব খাতের সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকতে হয়। তা না হলে রেওয়ামিল ভুল হওয়ার পর্যাপ্ত সম্ভাবনা থাকতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. রেওয়ামিলে হিসাবভূক্ত হয় কোনটি?

ক. প্রারম্ভিক নগদ তহবিল খ. প্রারম্ভিক ব্যাংক তহবিল

গ. সমাপনী নগদ তহবিল ঘ. সমাপনী মজুদ পণ্য

২. রেওয়ামিলে সমাপণী মজুদ পণ্য অন্তর্ভূক্ত হয় যখন-

ক. ক্রয়ের পরিমাণ দেওয়া থাকে খ. প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য দেওয়া থাকে

গ. সমন্বিত ক্রয় দেওয়া থাকে ঘ. পণ্যের ক্রয়ের পরিমাণ দেওয়া থাকে

পাঠ-১০.৫ রেওয়ামিল প্রস্তুতের নিয়ম ও কতিপয় উদাহরণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- রেওয়ামিল তৈরির নিয়ম বলতে পারবেন।
- রেওয়ামিল তৈরি করতে পারবেন।

রেওয়ামিল প্রস্তুতের নিয়ম

নির্দিষ্ট হিসাবকালের শেষে খতিয়ানের হিসাবের উদ্বৃত্ত নির্ণয় করতে হয়। তারপর এই উদ্বৃত্তগুলো ডেবিট এবং ক্রেডিট অনুযায়ী সাজিয়ে একটি আলাদা কাগজে রেওয়ামিল প্রস্তুত করা হয়। রেওয়ামিল প্রস্তুতের জন্য ৫ ঘর বিশিষ্ট একটি ছক তৈরি করতে হয়। এ ঘরগুলো হল যথাক্রমে ক্রমিক নম্বর, হিসাবের শিরোনাম, খতিয়ান পৃষ্ঠা, ডেবিট টাকা এবং ক্রেডিট টাকা। সবশেষে ডেবিট টাকা এবং ক্রেডিট টাকার যোগফল নির্ণয় করা হয় যা পরস্পর সমান হয়।

রেওয়ামিল তৈরির নিয়মাবলী :

নিম্নে রেওয়ামিল প্রস্তুত প্রণালী বর্ণনা করা হল-

ক. প্রথমে রেওয়ামিল তৈরি করার জন্য ছক আঁকতে হবে।

খ. রেওয়ামিলের ছকে ক্রমিক নং, হিসাবের নাম, খতিয়ান পৃষ্ঠা এবং ডেবিট টাকার ঘরে খতিয়ানের ডেবিট জেরসমূহ ও ক্রেডিট টাকার ঘরে খতিয়ানের ক্রেডিট জেরসমূহ লিখতে হবে।

গ. তারপর রেওয়ামিলের ডেবিট টাকার ঘরের যোগফল এবং ক্রেডিট টাকার ঘরের যোগফল আলাদাভাবে বের করতে হয়। এই যোগফলগুলো পরস্পর সমান হয়।

রেওয়ামিল প্রস্তুতের ছক বা নমুনা :

ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম

রেওয়ামিল

.....তারিখ

ক্র নং	হিসাবের নাম	খ.পৃ.	টাকা	
			ডেবিট	ক্রেডিট

নিম্নে সাধারণত যে সব হিসাবসমূহ রেওয়ামিলে ডেবিট দিকে এবং ক্রেডিট দিকে বসে তাদের নাম উলে□খ করা হল :

ক. ডেবিট দিকের হিসাবসমূহ :

১. সম্পত্তিসমূহ : আমরা জানি সম্পত্তিবাচক হিসাবে সব সময়ই ডেবিট উদ্বৃত্ত হয়। তাই সব ধরণের সম্পত্তিবাচক হিসাব রেওয়ামিলে ডেবিট দিকে বসবে। যেমন- যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, দালানকোঠা, সুনাম, বিনিয়োগ, প্রাপ্য বিল, প্রারম্ভিক মজুদ পন্য, বিবিধ দেনাদার, নগদ, ব্যাংক জমা ইত্যাদি।

২. সমস্ত প্রকার খরচ ও ক্ষতি : আয়-ব্যয় বা নামিক হিসাবের ব্যয় বা ক্ষতি সংক্রান্ত হিসাব খাত ডেবিট উদ্বৃত্ত প্রকাশ করে। ফলে সকল প্রকার খরচ বা ক্ষতি রেওয়ামিলের ডেবিট দিকে বসে। যেমন- বেতন, মজুরী, ক্রয় পরিবহন, বিক্রয় পরিবহন, কারবারী খরচ, অফিস খরচ, ব্যয় প্রদান, কমিশন প্রদান, অবচয়, ঋণের সুদ ইত্যাদি।

৩. অন্যান্য হিসাব : যেসব ব্যক্তিবাচক হিসাব ডেবিট উদ্বৃত্ত প্রকাশ করে, সেগুলো রেওয়ামিলের ডেবিট পাশে বসবে। যেমন-দেনাদার, এছাড়া অগ্রিম খরচসমূহ, বিক্রয় ফেরত ও উত্তোলন ডেবিট পাশে বসে।

খ. ক্রেডিট দিকের হিসাবসমূহ :

১. দায় ও দেনাসমূহ : যে সব ব্যক্তিবাচক হিসাবের ক্রেডিট উদ্বৃত্ত প্রকাশ করে, সে সব হিসাব খাতের উদ্বৃত্ত রেওয়ামিলের ক্রেডিট পাশে বসে। যেমন- প্রদেয় বিল, পাওনাদার, ঋণ হিসাব ইত্যাদি।

২. আয় ও মুনাফাসমূহ : আয়-ব্যয় বাচক হিসাবের যে সব হিসাব দ্বারা আয় বুঝায় তাদের উদ্বৃত্ত রেওয়ামিলের ক্রেডিট পাশে বসাতে হয়। যেমন- প্রাপ্ত কমিশন, প্রাপ্ত বাট্টা, শিক্ষানবীশ সেলমি, বিনিয়োগের সুদ, ব্যাংক জমার সুদ ইত্যাদি।

৩. অন্যান্য হিসাব : ক্রয় ফেরত বা বহির্মূখী ফেরত, বকেয়া খরচ রেওয়ামিলের ক্রেডিট পাশে বসে।

উদাহরণ :

জনাব জাওয়াদ আফনানের নিম্নলিখিত হিসাব সমূহের উদ্বৃত্তগুলো দিয়ে ২০১৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের একটি রেওয়ামিল তৈরি করুন :

হিসাবের নাম	টাকা
মূলধন	১,০০,০০০
নগদ তহবিল	৩১,০০০
ব্যাংক জমা	৩৮,০০০
কলকব্জা	৩০,০০০
আসবাবপত্র	১৪,০০০
প্রারম্ভিক মজুদ	২,৫০০
ক্রয়	৩০,০০০
বিক্রয়	৪৭,০০০
বিবিধ দেনাদার	২,০০০
পাওনাদার	৩,০০০
বেতন	২,০০০
বিজ্ঞাপন	৮০০
খাজনা	১,২০০
ঋণ	১,৫০০
সমাপণী মজুদ পণ্য	১০,০০০

সমাধান

জনাব জাওয়াদ আফনান-এর
রেওয়ামিল
২০১৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে

ক্র.নং	হিসাবের নাম	খ.পৃ.	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
১	মূলধন			১,০০,০০০
২	নগদ তহবিল		৩১,০০০	
৩	ব্যাংক জমা		৩৮,০০০	
৪	কলকব্জা		৩০,০০০	
৫	আসবাবপত্র		১৪,০০০	
৬	প্রারম্ভিক মজুদ		২,৫০০	
৭	ক্রয়		৩০,০০০	

ক্র.নং	হিসাবের নাম	খ.পৃ.	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
৮	বিক্রয়			৪৭,০০০
৯	বিবিধ দেনাদার		২,০০০	
১০	পাওনাদার			৩,০০০
১১	বেতন		২,০০০	
১২	বিজ্ঞাপন		৮০০	
১৩	খাজনা		১,২০০	
১৪	ঋণ			১,৫০০
			১,৫১,৫০০	১,৫১,৫০০

টীকা : সমাপনী মজুদ পণ্য রেওয়ামিলে অন্তর্ভূক্ত হয় না।

উত্তর : রেওয়ামিলের যোগফলের সমষ্টি ১,৫১,৫০০ টাকা।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	রেওয়ামিলের ডেবিট পার্শ্বে বসে এমন ১০টি দফার তালিকা প্রস্তুত করুণ।

সারসংক্ষেপ:

- খতিয়ানের উদ্বৃত্তগুলোকে ডেবিট ও ক্রেডিট অনুযায়ী সাজিয়ে পৃথক কাগজে রেওয়ামিল তৈরি করতে হয়।
- রেওয়ামিল প্রস্তুতের জন্য একটি ছকে ৫টি ঘর থাকে। সে ঘরগুলো হলো- ক্রমিক নং, হিসাবের নাম, খতিয়ান পৃষ্ঠা, ডেবিট টাকার ঘর ও ক্রেডিট টাকার ঘর।
- সবশেষে রেওয়ামিলের ডেবিট ঘরের টাকার অংকগুলো এবং ক্রেডিট ঘরের টাকার অংকগুলো আলাদা যোগ করতে হয়। যা পরস্পর সমান হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. রেওয়ামিল প্রস্তুতের ছকে কয়টি ঘর থাকে?

ক. ৩টি খ. ৪টি

গ. ৫টি ঘ. ৮টি

২. রেওয়ামিলের ডেবিট কলামের টাকার এবং ক্রেডিট কলামের টাকার যোগফল পরস্পরের-

ক. অধিক হয় খ. সমান হয়

গ. হ্রাস-বৃদ্ধি হয় ঘ. কোনোটিই নয়

৩. রেওয়ামিলে অন্তর্ভূক্ত হয় না-

ক. প্রাপ্য হিসাব খ. প্রদেয় হিসাব

গ. যন্ত্রপাতি হিসাব ঘ. সমাপনী মজুদ পণ্য

পাঠ-১০.৬ অনিশ্চিত হিসাব বন্ধ করা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- অনিশ্চিত হিসাব কি বলতে পারবেন।
- অনিশ্চিত হিসাব কেন তৈরি করা হয় ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- অনিশ্চিত হিসাব বন্ধ করতে পারবেন।

অনিশ্চিত হিসাব

আমরা জানি রেওয়ামিল কোন হিসাব নয়। এটি হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাইয়ের জন্য তৈরি করা হয়। একটি নির্দিষ্ট তারিখের খতিয়ানের উদ্ধৃত্তগুলো নিয়ে রেওয়ামিলের ডেবিট ও ক্রেডিট দিকে বসানো হয়। তারপর উভয় পার্শ্বের যোগফল নির্ণয় করা হয়। এ যোগফল পরস্পর সমান হয়। যদি কোন অজ্ঞাত কারণে রেওয়ামিলের কোন পার্শ্বের যোগাফল কম বেশি হয় তাহলে সে পাশে কম বা বেশী পরিমাণ টাকার জন্য অনিশ্চিত হিসাব খোলা হয়। এটি একটি সাময়িক হিসাব। পরবর্তীতে ভুল ধরা পড়লে অনিশ্চিত হিসাব বন্ধ করা হয়।

অনিশ্চিত হিসাব কেন তৈরি করা হয়?

অনিশ্চিত হিসাব বিভিন্ন উদ্দেশ্যে রাখা হতে পারে। এ হিসাবরক্ষণের প্রধান উদ্দেশ্য দুটি যথা-

১. **পর্যাপ্ত তথ্যের অভাবে হিসাব মিলকরণ :** যখন কোন নির্দিষ্ট তারিখে কোন হিসাবখাত হতে নিশ্চিত তথ্য পাওয়া না যায় তখন চুড়ান্ড় হিসাব প্রস্তুতের উদ্দেশ্যে রেওয়ামিল মিলানোর জন্য অনিশ্চিত হিসাব খোলা হয়।

উদাহারণস্বরূপ বলা যায় কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যবসায়ী ডাকযোগে ২৮ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখে ১৫,০০০ টাকা পেলেন কিন্তু কে টাকা পাঠাল তা তিনি ৩১.১২.১৩ তারিখের মধ্যে জানতে পারলেন না। এই ক্ষেত্রে সঠিক হিসাব নির্ণয়ের জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠানকে অনিশ্চিত হিসাব খুলে ১৫,০০০ টাকা ক্রেডিট করতে হবে। পরে সঠিক হিসাবকে ক্রেডিট করে অনিশ্চিত হিসাবকে ডেবিট করতে হবে। ফলাফলস্বরূপ অনিশ্চিত হিসাব এর ব্যালেন্স শূণ্য হবে।

২. **সর্বোত্তম প্রচেষ্টার পরও রেওয়ামিল না মিললে তা মিলকরণ :** একটি নির্দিষ্ট তারিখে রেওয়ামিলের যোগফল না মিললে চূড়ান্ত চেষ্টা করে ভুল বের করার চেষ্টা করতে হবে। যথাযথ চেষ্টা করার পরও যদি রেওয়ামিলের উভয় দিকের যোগফল না মিলে তাহলে দুই দিকের যোগফলের পার্থক্য দিয়ে একটি নতুন হিসাব রেখে রেওয়ামিল মেলানো হয়। এটিই হল অনিশ্চিত হিসাব। রেওয়ামিলের যে দিকে টাকার পরিমাণ কম থাকে অনিশ্চিত হিসাবের টাকা সেইদিকে লেখা হয়।

উদাহরণস্বরূপ, বলা যায়- বিক্রয় হিসাবের যোগফল ৫০০ টাকা কম লেখা হলে যা চূড়ান্ড় হিসাবের দিনও খুঁজে বের করা গেল না। এক্ষেত্রে রেওয়ামিলে ক্রেডিট পার্শ্বের যোগফল ৫০০ টাকা কম হবে। এই ৫০০ টাকা কম রেখে রেওয়ামিল মিলাতে হবে। এক্ষেত্রে অনিশ্চিত হিসাব হবে ক্রেডিট দিকে ৫০০ টাকা।

অনিশ্চিত হিসাব বন্ধ করা :

যে সাময়িক হিসাব ব্যবহারের মাধ্যমে রেওয়ামিল মিলিয়ে চূড়ান্ত হিসাব প্রস্তুত করা হয় তাকে অনিশ্চিত হিসাব বলে।

প্রথমত: প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাবে অনিশ্চিত হিসাব খুললে পরবর্তীতে সঠিক হিসাব খুঁজে বের করতে হয়। তারপর ঐ হিসাবকে ডেবিট অথবা ক্রেডিট এবং অনুরূপভাবে অনিশ্চিত হিসাবকে তার উল্টো অর্থাৎ ক্রেডিট অথবা ডেবিট করে অনিশ্চত হিসাব বন্ধ করা হয়।

দ্বিতীয়ত: সর্বাত্মক চেষ্টার পরও রেওয়ামিল না মিললে তার জন্য অনিশ্চিত হিসাব খোলা হয়। সে ক্ষেত্রে লাভ-লোকসান সমন্বয় হিসাবকে ডেবিট অথবা ক্রেডিট করে অনিশ্চিত হিসাবকে বন্ধ করতে হয়।

মনে রাখবেন, হিসাবে অনিশ্চিত হিসাব না রাখার চেষ্টা করা উচিৎ। কারণ এতে অলসতা ও প্রতারণা দেখা দিতে পারে। যদিও রাখা হয় সেক্ষেত্রে অতি দ্রুততার সাথে ভুলগুলো খুঁজে বের করে যথাযথ ব্যবস্থার মাধ্যমে অনিশ্চিত হিসাব বন্ধ করতে হবে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	কি কি উপায়ে অনিশ্চিত হিসাব বন্ধ করা যায় লিখুন।

সারসংক্ষেপ:

- অনিনিশ্চত হিসাব খুলে সাময়িকভাবে রেওয়ামিল মেলানো হয়।
- প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাবে অথবা সর্বাত্মক প্রচেষ্টার পরেও রেওয়ামিলে গড়মিল দেখা দিলে এবং সাময়িকভাবে রেওয়ামিল মেলালে তাকে অনিশ্চিত হিসাব বলে।
- রেওয়ামিল সাময়িকভাবে মেলানোই অনিশ্চিত হিসাবের উদ্দেশ্য তবে অযথা ব্যবহার অনুমোদিত নয়। এতে অলসতা ও প্রতারণা দেখা দিতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১. সাধারণত সাময়িকভাবে রেওয়ামিল মেলানোর উদ্দেশ্যে যে হিসাব খোলা হয় তাকে কি বলে?

ক. ক্রয় হিসাব খ. বিক্রয় হিসাব

গ. অনিশ্চিত হিসাব ঘ. চূড়ান্ত হিসাব

২. অনিশ্চিত হিসাব রাখার মূল উদ্দেশ্য কোনটি?

ক. খতিয়ান মিলকরণ খ. রেওয়ামিল মিলকরণ

গ. খরচের মিলকরণ ঘ. চূড়ান্ত হিসাব

৩. অনিশ্চিত হিসাব রেওয়ামিলে-

i. ডেবিট উদ্বৃত্ত প্রকাশ করে

ii. ক্রেডিট উদ্বৃত্ত প্রকাশ করে

iii. ডেবিট ও ক্রেডিট কলামের পার্থক্য নির্দেশ করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. iii

চূড়ান্ত মূল্যায়নঃ

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

নিম্নলিখিত খতিয়ান উদ্বৃত্তসমূহ জনাব আফনান এর ২০১৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের :

	টাকা		টাকা
হাতে নগদ	১২,০০০		
মজুরি	২,০০০	বাট্টা প্রাপ্তি	১,০০০
৫% ব্যাংক ঋণ	৫,০০০	বেতন	৫,০০০
প্রাপ্য হিসাব	২০,০০০	প্রদেয় হিসাব	১৪,০০০
মূলধন	৪০,০০০	প্রদেয় বিল	৬,০০০
আসবাবপত্র	১৮,০০০	প্রাপ্য বিল	৪,০০০
১০% বিনিয়োগ	২০,০০০	দালানকোঠা	২০,০০০
পণ্য ক্রয়	৬০,০০০	সমাপনী মজুদ পণ্য	২৫,০০০
বহন খরচ	২,০০০	বিক্রয়	৭০,০০০
প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য	১৫,০০০	বিজ্ঞাপন	৩,০০০

ক. সমন্বিত ক্রয়ের পরিমাণ নির্ণয় করুণ।

খ. উপরিউক্ত উদ্বৃত্তগুলো অবলম্বনে একটি রেওয়ামিল প্রস্তুত করুণ।

গ. স্থায়ী সম্পত্তি ও দীর্ঘমেয়াদী দায়ের পরিমাণ নির্ণয় করুণ।

সৃজনশীল প্রশ্ন-২

নীচের খতিয়ান উদ্বৃত্তগুলো রীতা এন্টারপ্রাইজের ২০১৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের :

	টাকা		টাকা
রীতার মূলধন	৮৫,০০০	সুনাম	২৫,০০০
পণ্য ক্রয়	৮০,০০০	নগদ তহবিল (৩১-১২-১৩)	৪,০০০
অগ্রিম আয়	১০,০০০	মজুদ পণ্য	৩০,০০০
মনিহারি	২,৫০০	বিক্রয় পরিবহন	৬,০০০
পণ্য বিক্রয়	১,১২,০০০	বহিঃফেরত	১,০০০
অনাদায়ী দেনা সঞ্চিতি	৭,০০০	বিনিয়োগের সুদ	২,৫০০
বকেয়া বেতন	১,০০০	আসবাবপত্র	২২,০০০
নগদ তহবিল (১-১-১৩)	৫০০	কলকব্জা	২৮,০০০
উত্তোলন	১০,০০০	মাসুমকে ঋণ প্রদান	১৬,০০০
মজুদ পণ্য (১-১-১৩)	২১,৫০০		

ক. উপরের লেনদেনগুলো থেকে কোনগুলো রেওয়ামিলে অন্তর্ভূক্ত হবে না লিখুন।

খ. স্থায়ী সম্পত্তি ও অনিশ্চিত হিসাবের পরিমাণ নির্ণয় করুণ।

গ. উপর্যুক্ত লেনদেনগুলো অবলম্বনে রেওয়ামিল প্রস্তুত করুণ।

সৃজনশীল প্রশ্ন-৩

২০১৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের আল আমিন ব্রাদার্স এর খতিয়ান উদ্বৃত্তগুলো নিম্নরূপ ছিল :

হিসাবের নাম	টাকা	হিসাবের নাম	টাকা
দালান-কোঠা	৭৫,০০০	শিক্ষানবীশ সেলামী	১,০০০
কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি	৫০,০০০	প্রাপ্য হিসাব	৩৫,০০০
বেতন ও মজুরি	১০,০০০	প্রাপ্য বিল	৪,৫০০
অনাদায়ী পাওনা	১,৪৫০	৫% ঋণ (৩১-১২-১৩)	২০,০০০
ক্রয়	১,৯০,০০০	মূলধন	৪৫,০০০
বিক্রয়	৩,৫০,০০০	ক্রয় ফেরত	১,২৫০
প্রাপ্ত বাট্টা	৩,০০০	বিক্রয় ফেরত	১,৩০০
ঋণ (১-১-১৩)	১৮,০০০	বকেয়া মজুরি	১,০০০
১০% বিনিয়োগ (১-১-১৩)	৩৪,০০০	সমাপনী মজুদ পণ্য	৩০,০০০
আন্ড়ঃপরিবহন	১,২৫০	১০% বিনিয়োগ (৩১-১২-১৩)	২৫,০০০
প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য	২৫,০০০	হাতে নগদ	২,৭৫০

ক. কোন কোন দফাসমূহ রেওয়ামিলে অন্তর্ভূক্ত হবে না পরিমাণসহ লিখুন।

খ. মূলধন জাতীয় ব্যয় ও মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় করুণ।

গ. ২০১৩ সালের রেওয়ামিলটি প্রস্তুত করুণ।

সৃজনশীল প্রশ্ন-৪

জনাব আবেদ এন্ড কোং-এর হিসাবের বই থেকে উদ্বৃত্তগুলো নেওয়া হয়েছে।

হিসাবের নাম	ডেবিট	হিসাবের নাম	ক্রেডিট
	টাকা		টাকা
প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য	১০,৫০০	মিঃ আবেদের মূলধন	৩৫,০০০
প্রাপ্য হিসাব	৩৫,০০০	প্রদেয় হিসাব	২৫,০০০
পণ্য বিক্রয়	৭৩,৯৫০	পণ্য ক্রয়	৫৫,৫০০
বহিঃফেরত	৫০০	আন্ড়ঃফেরত	৯৫০
মজুরি	৪,৫০০	ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত (১-১-১৩)	২০,০০০
বেতন	৪,৮০০	বিক্রয় পরিবহন	১,৫৫০
ভাড়া	২,৩০০	অনাদায়ী পাওনা	৮০০
আসবাবপত্র	১,২০০	অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি	১,৫০০
নগদ তহবিল	৪,০৫০	বিজ্ঞাপন	৮০০
ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত (৩১-১২-১৩)	৪,০০০	কলকব্জা	১০,০০০
		সমাপনী মজুদ পণ্য	২৮,৪০০

ক. কোন কোন দফাগুলো রেওয়ামিলে অন্তর্ভূক্ত হবে না লিখুন।

খ. মুনাফা জাতীয় আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় করুণ।

গ. উপর্যুক্ত খতিয়ান উদ্বৃত্ত দ্বারা রেওয়ামিল প্রস্তুত করুণ।

সৃজনশীল প্রশ্ন-৫

রায়হান এন্ড কোং-এর হিসাব বই থেকে নিম্নোক্ত উদ্বৃত্তগুলো নেওয়া হয়েছে ঃ

হিসাবের নাম	ডেবিট	ক্রেডিট	হিসাবের নাম	ডেবিট	ক্রেডিট
প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য	৬১,৭৪০		হাতে নগদ	১,১৪০	
সমাপনী মজুদ পণ্য		৪৯,৭৭৭	ব্যাংক জমাতিরিক্ত	৩৩,০০০	
মূলধন		৩,০০,০০০	সুদ প্রদান		৩,৩০০
সম্পত্তিসমূহ	২,৩৭,০০০		ভাড়া বকেয়া	১১,৪০০	
প্রদেয় হিসাব		৩৭,৫০০	প্রদেয় বিল		২৪,০০০
প্রাপ্য হিসাব	৬২,০১০		প্রাপ্য বিল	৪৫,০০০	
আন্ড়ফেরত	৭,২০০		মজুরি ও বেতন	৯৪,২০০	
সমন্বিত ক্রয়	১,৮২,৭৬০		রপ্তানি শুল্ক		২,৪০০
বিক্রয়		৩,০৭,৮০০	বহিঃফেরত		৩,৬৯০
প্রদত্ত বাট্টা		২,২৮০	আন্ড়পরিবহণ	২,৪০০	
ভাড়া ও কর	২১,৩৯০		আমদানি শুল্ক	৩,৬০০	
প্রাপ্ত কমিশন		২,৬১০	বহিঃপরিবহণ		৫,৫৫০

ক. মজুদ পণ্য কোনটি অন্তর্ভূক্ত হবে এবং কেন?

খ. রেওয়ামিলটি প্রস্তুত করুণ।

গ. মূলধন জাতীয় ব্যয় এবং মুনাফাজাতীয় ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় করুণ।

সৃজনশীল প্রশ্ন-৬

মি. তাসফিকের নিম্নের খতিয়ান উদ্বৃত্তগুলো ২০১৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের ঃ

হিসাবের নাম	টাকা	হিসাবের নাম	টাকা
দালানকোঠা	৩০,০০০	উপভাড়াটিয়া হতে প্রাপ্ত ভাড়া	১,০০০
আসবাবপত্র	৮,০০০	পণ্য বিক্রয়	১,৫০,০০০
মূলধন	৩০,০০০	প্রদেয় বিল	১৫,০০০
উত্তোলন	৫,০০০	ঋণ হিসাব	১০,০০০
ব্যাংক জমাতিরিক্ত উত্তোলন	৪,২০০	যন্ত্রপাতি	১০,০০০
মজুদ পণ্য (১.১.২০১৩)	২২,০০০	বিক্রয় পরিবহন	১,০০০
প্রদেয় হিসাব	১৩,৮০০	বেতন	৩,০০০
পণ্য ক্রয়	১,১০,০০০	ব্যাংক জমা	১৫,০০০
প্রাপ্য হিসাব	১৮,০০০	বিক্রয় ফেরত	২,০০০

ক. মিঃ তাসফিকের মুনাফাজাতীয় ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় কররুণ।

খ. উপরোক্ত তথ্যের আলোকে মূলধনজাতীয় প্রাপ্তির পরিমাণ নির্ণয় কবুণ।

গ. মিঃ তাসফিকের রেওয়ামিলটি প্রস্তুত কবুণ।

সৃজনশীল প্রশ্ন-৭

নেওয়াজ ট্রেডার্সের নিম্নলিখিত খতিয়ান হিসাবসমূহের উদ্বৃত্তগুলো ২০১৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে নেওয়া হয়েছে।

হিসাবের নাম	টাকা	হিসাবের নাম	টাকা
হাতে নগদ	৭,৫০০	ভাড়া প্রাপ্ত	২,৫০০
ক্রয়	৯০,০০০	প্রারম্ভিক মজুদ	২২,০০০
সাধারণ খরচ	৫,০০০	প্রাপ্য হিসাব	৩০,০০০
বিনিয়োগের সুদ	২,০০০	প্রারম্ভিক বিনিয়োগ	১৮,০০০
বিক্রয়	১,৩০,০০০	প্রদেয় হিসাব	২৫,০০০
মূলধন	৯০,০০০	৬% বিনিয়োগ	২৫,০০০
উত্তোলন	১৫,০০০	ব্যাংক জমার সুদ	৫,০০০
সমাপনী মজুদ পণ্য	১৫,০০০	কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি	৩০,০০০
আসবাবপত্র	১৫,০০০	ভূমি ও দালানকোঠা	৫০,০০০

ক. নেওয়াজ ট্রেডার্সের রেওয়ামিলে কত টাকা অন্তর্ভূক্ত হবে না?

খ. সমন্বিত ক্রয়ের পরিমাণ নির্ণয় করুণ।

গ. উপর্যুক্ত তথ্যের আলোকে একটি রেওয়ামিল প্রস্তুত করুণ।

সৃজনশীল প্রশ্ন-৮

২০১৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে জিয়া এন্ড সন্সের খতিয়ান হিসাবসমূহের উদ্বৃত্তগুলো নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

হিসাবের নাম	টাকা	হিসাবের নাম	টাকা
প্রদত্ত কমিশন	১,০০০	শিক্ষানবিস সেলামী	১,৫০০
প্রাপ্য হিসাব	৩০,০০০	বিমা সেলামী	৫০০
মূলধন	৫০,০০০	ক্রয় ফেরত	২,০০০
প্রারম্ভিক মজুদপণ্য	১৯,০০০	আমদানী শুল্ক	২,০০০
প্রদেয় হিসাব	১৮,০০০	বিনিয়োগ	১৫,০০০
ঘোড়া ও গাড়ি	১০,০০০	বন্ধকী ঋণ (৩১-১২-১৩)	২০,০০০
ক্রয়	২৫,০০০	বন্ধকী ঋণ (১-১-১৩)	৩৮,০০০
হাতে নগদ	১০,০০০	মেরামত	২,০০০
ব্যাংকে জমা	৩১,০০০	বিনিয়োগের সুদ	১,৫০০
বিক্রয়	৬০,০০০	বন্ধকী ঋণের সুদ	১,০০০
মজুরি	৭,০০০	দালানকোঠা	৩০,০০০
প্রদত্ত বাট্টা	২,০০০	প্রাপ্ত বাট্টা	১,০০০
বেতন	১০,০০০	প্রাপ্ত কমিশন	২,০০০
সাধারণ সঞ্চিত	১৬,৫০০	অনাদায়ী পাওনা	৬,০০০
সমাপনি মজুদ পণ্য	৩০,০০০		

ক. রেওয়ামিলে যে উদ্বৃত্তগুলো অন্তর্ভূক্ত হবে না তার পরিমাণ কত?

খ. জিয়া এন্ড সন্সের রেওয়ামিলটি প্রস্তুত করুণ।

গ. উপর্যুক্ত তথ্যের আলোকে একটি রেওয়ামিল প্রস্তুত করুণ।

সৃজনশীল প্রশ্ন-৯

জনাব শাহেদ এর নিম্নলিখিত খতিয়ান হিসাবসমূহের উদ্বৃত্ত দ্বারা ২০১৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের রেওয়ামিল প্রস্তুত করুণঃ

হিসাবের নাম	টাকা	হিসাবের নাম	টাকা
হাতে নগদ	১৫,০০০	মজুরি	৭,০০০
ব্যাংক জমাতিরিক্ত	২২,০০০	সমাপনী মজুদ	২০,০০০
মূলধন	৫০,০০০	সাধারণ সঞ্চিতি	১৬,০০০
উত্তোলন	১০,০০০	উপ-ভাড়া	৮,০০০
অনাদায়ী পাওনা	৩,০০০	ব্যাংক চার্জ	২০০
বাট্টা	২,০০০	আন্তঃপরিবহন	৭০০
বিবিধ দেনাদার	৩৫,০০০	বহিঃপরিবহন	৫০০
প্রদেয় বিল	১৫,০০০	বাড়ি ভাড়া	৫,০০০
বিবিধ পাওনাদার	২৪,০০০	মনিহারি	৫০০
প্রাপ্য বিল	২৫,০০০	শিক্ষানবিস সেলামী	২,০০০
আসবাবপত্র	৪,১০০০	কমিশন প্রাপ্তি	৩,০০০
দালানকোঠা	৪০,০০০	ঋণের সুদ	২,০০০
৮% বিনিয়োগ	৭০,০০০	বেতন	১০,০০০
বিক্রয়	৮০,০০০	বকেয়া বেতন	৩,০০০
৬% ঋণ	২৪,০০০	অগ্রিম প্রদত্ত বাড়ি ভাড়া	২,০০০
সমন্বিত ক্রয়	৬০,০০০	অগ্রিম বিজ্ঞাপন খরচ	৩,০০০

ক. সমন্বিত ক্রয় নির্ণয় করার সূত্রটি কি?

খ. মুনাফা জাতীয় আয় ও মূলধন জাতীয় ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় করুণ।

গ. জনাব শাহেদের রেওয়ামিলটি প্রস্তুত করুণ।

সৃজনশীল প্রশ্ন-১০

হোসেন এন্ড ব্রাদার্সের নিম্নলিখিত খতিয়ান হিসাবসমূহের উদ্বৃত্ত দ্বারা ২০১৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের রেওয়ামিল প্রস্তুত করুণঃ

হিসাবের নাম	টাকা	হিসাবের নাম	টাকা
সমাপনী মজুদপণ্য	৩৫,০০০	দালানকোঠা	৫০,০০০
প্রদেয় হিসাব	৩০,০০০	১০% বিনিয়োগ	৩০,০০০
প্রাপ্য হিসাব	৪০,০০০	কলকব্জা	২৪,০০০
নগদ তহবিল	২০,০০০	বিনিয়োগের সুদ	৩,০০০
ব্যাংকে জমা	৩২,০০০	৮% ঋণ	৫০,০০০

হিসাবের নাম	টাকা	হিসাবের নাম	টাকা
আন্ডাফেরত	৯,০০০	বেতন	১২,০০০
ভাড়া প্রাপ্তি	২,০০০	নগদ তহবিল (১-১-১৩)	৮,০০০
পণ্য ক্রয়	৮০,০০০	ঋণের সুদ	৩,০০০
পণ্য বিক্রয়	১,৫০,০০০	প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য	২৫,০০০

ক. কোন কোন দফাগুলো রেওয়ামিলে যাবে না পরিমাণ সহ লিখুন।

খ. মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় করুণ।

গ. হোসেন এন্ড ব্রাদার্স-এর রেওয়ামিলটি প্রস্তুত করুণ।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ১০.১ : ১. গ ২. ঘ ৩. গ ৪. গ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ১০.২ : ১. ঘ ২. ঘ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ১০.৩ : ১. গ ২. ঘ ৩. খ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ১০.৪ : ১. গ ২. গ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ১০.৫ : ১. গ ২. খ ৩. ঘ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ১০.৬ : ১. গ ২. খ ৩. ঘ।